Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501018 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Folk Culture of the Kisan Tribe
কিষাণ জনজাতির লোকসংস্কৃতি

Barun Mondal
Post Graduate Student
Bengali
Malda

Received on: 14th March 2026
Accepted on: 22nd March 2026

Abstract:
Generally, the continuous evolution of a nation or community's religion, education, art, literature, culture, agriculture, social structure, and economy is reflected in its regional history. It is through this regional history that one can trace the roots of a nation or community's civilization and culture. Among such instances — spanning many centuries — stands the 'folk culture of the Kisan tribe.' Although the literacy rate within this community has traditionally been low, it is currently on an upward trajectory, standing at approximately 54%. In the modern era, the Kisan community — aided by government support—has embraced the modernization of agriculture and has become increasingly aware of its land rights. They are making a significant contribution to the socio-economic development of India. The present article discusses the folk culture of the Kisan tribe.

Key Words:
Farmer/Cultivator, Agricultural Labourer, Nageshia, Kuruk, Ashka Ata, Koda, Tamni, Bhattibala, Nande, Hal-Pal-Bidhe-Moi, Jitiya, Pochari.

মূল প্রবন্ধ

কিষাণ (kisan) বা কৃষক উপজাতি হলো ভারতের ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বসবাসরত একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়। এঁরা মূলত কৃষিকাজ ও খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবন ধারণ করেন এবং কিষাণ ভাষা (কুরুখ উপভাষা) ব্যবহার করেন। তাই নিজেদের আবার নুনকা বা কুদুক বলেও পরিচয় দেন। এই সম্প্রদায়টি সামাজিক প্রথা সমবিবাহ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি মেনে চলে। এঁদের প্রধান পেশা ভূমি চাষ করা। কিষাণ সমাজে এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেও বহুবিবাহের নজির পাওয়া যায়। এঁরা মূলত 'গোত্র' ভিত্তিক প্রথা মেনে চলেন এবং এঁদের মধ্যে একই বংশে বিয়ে নিষিদ্ধ।

জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে এই সম্প্রদায় বিভিন্ন বনাঞ্চল ও ভূমি আইনের কারণে নানা সময় উচ্ছেদের মুখোমুখিও হয়েছে। তাই ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২১ সালের কিষাণ সভা আন্দোলন ছিল উত্তরপ্রদেশে জমিদারদের শোষণ ও উচ্চ ভাড়ার বিরুদ্ধে কৃষকদের একটি বড়ো প্রতিবাদ। এই সম্প্রদায়কে অনেক ক্ষেত্রেই 'নাগাশিয়া' বা 'নাগেশিয়া' ও বলা হয়। পি. বার্নের

© Santiniketan Sahityapath

(১৯০১) মতে কৃষিতে কঠোর পরিশ্রমের কারণে রাজা লক্ষণ সিং তাঁদের 'কিষাণ'(kisan) নামকরণ করেছিলেন। মূলত পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় বিশেষ করে নদীর ধারে দিয়ারা অঞ্চলগুলিতে এঁদের বসবাস। জনসংখ্যার দিক থেকে শুধু মালদা জেলাতেই প্রায় ২ লক্ষ ৬৫ হাজার এই জনজাতির বাস। তাঁদের লোকসংস্কৃতি কৃষি, প্রকৃতি পূজা এবং লোকনৃত্য গীতিকার সংমিশ্রণে গঠিত। কৃষিকাজ তাঁদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত কৃষিকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব এঁরা পালন করেন। সেটি তাঁদের সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। এঁরা হিন্দু সংস্কৃতি এবং উপজাতীয় প্রথা মেনে চলেন। তাই স্থানীয় হিন্দু উৎসব উদ্‌যাপন করে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ধরে রাখেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার সাধারণত কম হলেও বর্তমানে তা উন্নতির পথে যা প্রায় ৫৪%। আধুনিক যুগে কিষাণগোষ্ঠী কৃষির আধুনিকীকরণ সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত এবং ভূমি অধিকারের বিষয়ে আরো সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁরা ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। আবার যেহেতু এঁরা কৃষি কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এই জনজাতিকে 'সিন্দুরিয়া কিষাণ'ও বলা হয়। 'সিন্দুরিয়া' শব্দটি সিঁদুর থেকে আগত, বিয়েতে ব্যবহৃত হয় আর 'কিষাণ' হলো হিন্দি শব্দ যার অর্থ 'কৃষক বা চাষি'। এই দুইয়ের মেলবন্ধনের ভিত্তিতেই তাঁদের পরিচয় স্পষ্ট হয় — তাঁরা 'সিন্দুরিয়া কিষাণ'।

কিষাণ জনজাতির লোকসংস্কৃতির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের গোষ্ঠীর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ — স্বর্গীয় শিক্ষক হেমন্তকুমার মণ্ডল, পবন মণ্ডল, শিক্ষক হিরন্ময় মণ্ডল, শিক্ষক নির্মল মণ্ডল প্রমুখদের নাম উল্লেখ না করলে তাঁদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দিকগুলি অসমাপ্তই থেকে যায়। কিষাণ জনজাতির লোকসংস্কৃতির চিত্র উপস্থাপন করা খুবই দুরূহ কাজ। তবু উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির ধারাগুলি উপস্থাপনের দাবি রাখে —

গম্ভীরা: মালদার প্রাচীন জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি 'গম্ভীরা'। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামীণ সংস্কৃতি বিশেষ করে 'কিষাণ' সম্প্রদায় শ্রেণির মানুষজন এই গান গায়। এই গানে শিব / ভোলাকে মূলত 'নানা' বলে সম্বোধন করা হয়। এই গানের মধ্যে দিয়ে কিষাণ জাতির মানুষেরা তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করেন। এই পূজা মূলত ঘট স্থাপন থেকে শুরু করে ঘট বিসর্জন পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে চলে।

জামাই ষষ্ঠী ব্রত: এই ব্রত মূলত আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কিষাণ জাতির মহিলারা করে থাকেন তাঁদের জামাই ও সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য। তাঁরা এই পূজাটি একটি জিওল (জিগলা নামে পরিচিত) গাছের নিচে মাটির থান বানিয়ে করে থাকেন। এটি সাধারণত মালদা জেলার রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর থানার কিষাণ জাতির মানুষেরা করে থাকেন।

সিংঘা নামানো: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রহর রোদে নদী, খাল-বিল, পুকুর, মাঠ-ঘাটের জল শুকিয়ে যায়; তাই বৃষ্টি নামানোর জন্য এই সম্প্রদায়ের কুমারী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে পায়ের বৃদ্ধ /বুড়ো আঙুল ধরে গীত গাইতে থাকেন যা তাঁদের কাছে 'সিংঘা' নামে পরিচিত। 'সিংঘা' বলতে তাঁরা ইন্দ্র দেবতাকে স্মরণ করেন। কিষাণ জাতের মানুষেরা সাধারণত বেশিরভাগই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল থাকায় বৃষ্টি না হওয়ার কারণে প্রখর রোদ্রে মাঠের সমস্ত ফসল তাঁদের নষ্ট হয়ে যেত। তাই তাঁরা 'সিংঘা' নামাতেন।

ডোমনি: মালদা জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় অঞ্চল 'দিয়ারা' নামে পরিচিত। এই 'দিয়ারা' এলাকারই রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজ বাজার ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কিষাণ সম্প্রদায়ের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোক আঙ্গিক এই 'ডোমনি' গান। এই 'ডোমনি' গান হলো নাচে গানে সংলাপে ভরপুর একটি লোক নাটক। ডোমনি হলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনগ্রসর (কিষাণ) শ্রেণির কৃষিজীবী মানুষের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি।

এখানে পুরুষরাই নারী সেজে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে কিষাণ জাতির ব্যক্তিরা জীবনের সুখ-দুঃখ, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে-কোনো চালচিত্র চিত্রিত করে থাকেন। রাজনৈতিক দল বা নেতার উত্থান পতন স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতার বিরুদ্ধে ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগ, খরা, বন্যা, ভূমিকম্পের মতো যে-কোনো বিষয় তাঁরা এর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন। এই জাতির মানুষেরা এতটা সহজ-সরল যে গ্রামের মোড়লের কথাটাকেই খুব সহজেই মেনে নেন। মোড়লের কথা তাঁদের কাছে ঈশ্বরের মতো। তাই 'মোড়লের' কথাই তাঁদের কাছে শেষ কথা।

© Santiniketan Sahityapath

জীতমন ব্রত বা জিতিয়া: কিষাণ সম্প্রদায়ের মহিলারা সন্তানের কল্যাণের জন্য ভাদ্র আশ্বিন মাসে 'জিওল' (জিগলা) ও বাঁশ গাছের ডাল-পাতা এবং আটার বর-কনে সাজিয়ে মাটির থান বানিয়ে জীতমন ব্রত করেন, যেটি এই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে জিতিয়া নামে পরিচিত।

কুশঘাসের পূজা: কিষাণ জনজাতির মানুষের আরো একটি উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতি হলো 'কুশ ঘাসের পূজা'। এই 'কুশঘাস' তাদের কাছে "বিন্যার ঝুর" নামে পরিচিত। এই পূজাতে মেয়েরা তাঁদের সন্তানের মঙ্গাল কামনার জন্য সন্তানের মাথার চুল কুশ ঘাসের নিচে কেটে দান করেন যা তাঁদের কাছে "ধাপ্রি" পূজা নামে অভিহিত। কুশঘাসকে তাঁরা লাল কাপড় ও সিঁদুর দিয়ে সুন্দর করে বউ রূপে সাজান এবং পূজা করেন যা তাঁদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতীক।

শিরুয়া: এটা চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে হয়ে থাকে কিষাণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাত্রে ভোলা (নীল) পূজা করে সকালবেলা মাটিতে কাদার মধ্যে জল দিয়ে খেলা করেন। এটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের যা তাঁদের কাছে 'শিরুয়া' নামে পরিচিত। এই সময় তাঁরা আবার দুধ ও পাতা দিয়ে 'ভাং'এর নাড়ু তৈরি করেন এবং খান।

পৌষ পার্বণ বা সোনারাই ঠাকুর: কিসান (kisan) জনজাতির মানুষের কাছে এটি খুবই জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি। দেবকি এবং বসু দেবের অষ্টম পুত্র 'শ্রীকৃষ্ণ' যাঁর আর এক রূপ হলো 'রাখাল'। সেই রাখাল রূপকে নিয়েই এই জনজাতির মানুষেরা 'সোনারায়' নাম দিয়ে পূজা পার্বণ করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক সময়ে সাধারণত মাঠে নদীর ধারে জঙ্গালে থাকতেন, পশু পালন করতেন এবং ফলমূল আহার করতেন। তখন তাঁরা হিংস্র বাঘের আক্রমণের মুখেও পড়তেন। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য বাঘের ভয় ভীত হয়ে মাঠের মধ্যে তুলসী গাছের তলায় রাখালরূপী 'সোনারাই' দেবতার আরাধনা শুরু করেন। সোনারাই ঠাকুর তাঁদের প্রার্থনায় খুশি হন এবং তাঁরা বাঘের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান। এটি তাঁদের লোকমুখে প্রচলিত পৌরাণিক কথা হলেও এখন যুগের সঙ্গো তাল মিলিয়ে কিষাণ জাতির লোকেরা গ্রামের মধ্যে সোনারাই ঠাকুরের স্থান করেন এবং পূজা করেন। তাঁদের কাছে এটি 'রাখাল' পূজা নামেও পরিচিত।

কিষাণ জনজাতির মানুষেরা সংক্রান্তির আগের রাত্রে আঙিনার মাঝখানে হাল-পালো-মই, হাড়ি-কড়াই, বলদ-গাড়ি ইত্যাদি অঙ্কন করেন এবং কুশ ঘাস দিয়ে ঢেকে পূজা করেন। সেই রাত্রে খাবারের দিক থেকেও তাঁরা যেমন ঢেঁকিতে ধান ভেঙে চাল বের করে সেই চাল আবার 'যাতা'তে পিষে আটা বানান। তারপর পিঠে, পুলি, আসকা আটা (চিতুয়া) ইত্যাদি খাবার খান। "শাগবোল "নামক গীতও গান করেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গো একটি "শাগবোল" উল্লেখ করা হলো:

সোনারাই দিলাম বর হামরা জ্যাইতে কিসান হে, রহি মালদা জেলা।
… … …
বিহান বেলা কাঠার পিছে বাঁশবন্যাতে ফিরি ঝাড়া।
গোয়াল থাইকা বেহার করি ন্যানদে গাই গালা।
হামরা জ্যাইতে কিষান হে, রহি মালদা জেলা।
হাল-পালো-বিধে-মই উখল-শ্যামাটা ছুল্লা।
ধানের আগা ধরি হামরা, ব্যানেই পুয়াল পালা।
আমরা জ্যাইতে কিষান হে, রহি মালদা জেলা।
খ্যাতে হাল বহি হামরা; খাঁটি সভায় মিলা! লাহারি লিয়া বউ বেটি যায় দুবেলা।।
… … …
সিক্ষাতে রাখি হামরা, বগনা-লইহা-খোলা
গাঙে সিয়ান কইর‍্যা ঘুরি গঙ্গা সিয়ানর মেলা।
… … …
বেটা-বেটি হলে বেজায় থালি আর কুলা; শাগবল গেই হে পূজা করি 'সোনারাই' কে দি মালা।

© Santiniketan Sahityapath

হামরা জ্যাইতে কিষান হে; রহি মালদা জেলা।।

[শিক্ষক - মিহিরকুমার দাস]

গবাদি পশুর পূজা: কিষাণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রকৃতি ও গবাদি পশুকে খুব শ্রদ্ধা করেন। গবাদি পশুর কল্যাণে তাঁরা গুহাল পূজা পালন করেন। দুর্গাপূজাতে নবমীর দিন তাঁরা গরু মহিষ ছাগল ইত্যাদিকে নতুন পাটের 'পাঘা' যেটাকে জঙ্গালের বিভিন্ন গাছের পাতার রস দিয়ে রং মাখিয়ে রঙিন করে গৃহপালিত পশুদের গলায় পরিয়ে দেন। অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার তাঁরা সেই রং দিয়ে আবার গাভীগুলির শরীরে হাতের আঙ্গুলের ছাপ দেন। এটি তাঁদের সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য।

পুরাণ পাঠ: কিষাণ জনজাতির আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি হলো 'পুরাণ পাঠ'। প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা গ্রামের কয়েকজন মানুষ মিলিত হয়ে পুরাণ, যেমন 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এবং বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থ একজন ব্যক্তি পাঠ করেন এবং অন্য ব্যক্তিগণ শ্রবণ করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা 'পুরাণ' কথায় অত্যন্ত বিশ্বাসী।

মুখোশ নাচ: চৈত্র মাসের শেষে 'ভোলা' পূজাতে এই জনজাতিরা আবার বিভিন্ন প্রতিমার যেমন, রক্ষাকালী, চামুণ্ডা কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারদ ইত্যাদি মুখোশ লাগিয়ে নাচ করেন। বিভিন্ন গাছপালায় নিয়ে ভূত-প্রেতকে আহ্বান করেন। এমন কি মাটির পাত্রে আগুন নিয়েও নাচানাচি করেন। অত্যন্ত আকস্মিক বিষয় ভোলা বা মহেশ্বরের অশেষ কৃপা যে, তাঁরা জঙ্গালের বিভিন্ন গাছের কাঁটার ওপর গড়াগড়ি করলেও তাঁদের শরীরে একটাও কাঁটা ফোটে না।

সিং-বোঙা: এটি কিষাণ জনজাতির আরেকটি লোকসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত। তাঁরা সূর্যকে দেবতা হিসেবে পূজা করেন যেটি তাঁদের কাছে 'সিং-বোঙা' নামে পরিচিত। 'সিং'এর অর্থ 'সূর্য' এবং 'বোঙা'এর অর্থ দেবতা বা আত্মা। তিনি কিষাণ, মুণ্ডা উপজাতিদের প্রধান দেবতা। লোককথা অনুসারে, 'সিং-বোঙা' কাদা থেকে এই সুন্দর পৃথিবীকে নির্মাণ করেছিলেন। এরপর তিনি গাছপালা পশু পাখি এবং পরিবেশে মানুষের সৃষ্টি করেন। যিনি আলো জীবন এবং উর্বরতার প্রতীক, তিনি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও পরিচিত। তাঁরা 'সিং-বোঙা'কে পরম শক্তিধর এবং ন্যায় বিচারের রক্ষক বলে মনে করেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বিশ্বাস — 'সিং-বোঙা' তাঁদের জমি ও জীবনকে রক্ষা করেন। 'সিং-বোঙা'কে তাঁরা শ্বেত বা সাদা রঙের বস্তু যেমন সাদা ফুল, সাদা মোরগ ইত্যাদি দিয়ে পূজা করেন। এই 'সিং-বোঙা' কেবল তাঁদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, তাঁদের সংস্কৃতি এবং আদিম জীবনধারার কেন্দ্রবিন্দু।

ঐতিহ্যবাহী খাবার ও পানীয়: কিষাণ জনজাতির খাদ্য তালিকাটাও কিন্তু বেশ অনন্য। চিনা, সামা, কোদা, ভাদই, মারোয়া, বেথুয়া শাকের মতো ঐতিহ্যবাহী শস্যই তাঁদের প্রধান খাবার। আর 'পানীয়' বাড়িতে তৈরি চালের বিয়ার যাকে ওঁরা বলেন 'পোচারী' এবং মহুয়া ফুলের মদ। এইগুলো শুধু খাবার বা পানীয় নয়, তাঁদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিষাণ জনজাতির সন্তান জন্মের কাহিনি: এই সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততির জন্ম হয় বাড়িতেই। প্রসূতিকে কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় না। যে ঘরটিতে সন্তান প্রসব করা হয় সেই ঘরটিকে ওঁরা বলেন 'আঁতুড়' ঘর। সেই ঘরটিতে মাটিতে পুয়াল (খড়) পেতে প্রসবিনী মায়ের প্রসব করার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে একজন দাইমাকে (তাঁরা বলেন চামারনি) রাখা হয় তেল মালিশ করার জন্য। আবার একটি মাটির পাত্রে ঘুটের আগুন দেওয়া হয়। যখন সন্তান-সন্ততি হয় তখন থালা, কুলো তাঁরা বাজান। সাতদিন প্রসবিনী মা, সেই 'আঁতুড়' ঘরেই থাকেন। তাঁর ব্যবহৃত যত নোংরা জিনিসপত্র সেই দাইমা (চামারনি) মাঠের মধ্যে কোনো নিরিবিলি স্থানে ফেলে আসেন। সাত দিনের সময় নাকি সন্তানের ভাগ্যলিপি লিখানোর জন্য 'সাঠিরা' জোগায়। আট দিনের বেলায় সেই 'আঁতুড় ঘর' থেকে বের করে কলাপাতা ও ব্রাহ্মণ দিয়ে সেই প্রসূবিনী মা ও বাচ্চাকে শুদ্ধ করেন, শান্তি জল দেন, মাকে দুধ ও গোবর খাওয়ান। এই রীতিনীতি তাঁদের লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ।

বৈবাহিক প্রথা: এই জাতিতে 'পরীক্ষা বিবাহ' বা 'ডালি' (বধূমূল্য) প্রথা প্রচলিত। কনের বাবা এখন কনের বাড়িতে যাওয়ার আগে বরপক্ষকে তাঁর বাড়িতে স্বাগত জানান। আগেকার দিনে বর কনেকে বরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'পালকি' ব্যবহার হতো। কিন্তু এখন তার পরিবর্তে একটি সাইকেল বা রিক্সা ব্যবহার হয়। বিয়েতে এখন কনের বাড়িতে মাংস ও ভাতের সঙ্গে হান্ডিয়ার পরিবর্তে মহুয়া মদ পরিবেশন করা হয়।

© Santiniketan Sahityapath

'কিষাণ' সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ এক বিবাহের প্রথা অনুসরণ করেন। তবে এঁদের মধ্যে বহুবিবাহেরও প্রচলন আছে। সম্প্রদায়ের মধ্যেপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ রীতি অনুসরণ করা হয়। একই বংশের মধ্যে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কারণ তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি নিজের গোত্রের মধ্যেও বিয়ে করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যাইহোক, যেহেতু এই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, তাই মামার মেয়ের সঙ্গে বিবাহের অনুমতি আছে। বিধবাদের পুনর্বিবাহের অনুমতিও রয়েছে। তবে বিয়ে করতে হবে নিজের কিষাণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই। এর বাইরে বিয়ে করা চলে না। এই প্রথাকে অ্যান্ডোগ্যামি বলা হয়। এটা তাঁদের পরিচয়কে বছরের পর বছর ধরে টিকিয়ে রাখার পেছনে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি গ্রামের মোড়লের পরামর্শ নিয়েই এই জনজাতির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

কিষাণ জনজাতির কৃষি কেন্দ্রিক লোকাচার: এই জনজাতির মানুষেরা প্রধানত কৃষি নির্ভর। কৃষি জমিই তাঁদের মূল উপার্জনের জায়গা। অর্থের অভাবের কারণে এই জনজাতির ছেলেমেয়েরা মাঠে অত্যন্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলান। এঁরা মূলত মাঠে বলদ (গরু), লাঙ্গল ও কোদাল দিয়ে চাষ করেন এবং বীজ বোনা থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করার ফলে তাঁদের পড়াশোনা সঠিকভাবে হয়ে ওঠে না। এর ফলে তাঁরা শিশু শ্রমিক হয়ে পড়েন। নারীরা খেজুর পাতা থেকে মাদুর ও ঝাড়ু তৈরি করেন। ফসল কাটার পর তাঁরা আবার বলদ (গরু) দিয়ে 'দ্যায়' মারেন যাতে সমস্ত গাছ থেকে দানাগুলি ঝরে যায়। এই সময় তাঁরা 'সিন্নি' দেবতার নামে পূজা করেন। তারপর ফসল ঘরে নিয়ে আসেন। ফসল ওঠার সময় কিষাণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেন এক উৎসব পালন করেন। এটি তাঁদের লোকসংস্কৃতির বহু পুরাতন ঐতিহ্য।

কিষাণ জনজাতির ব্যবহার্য লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা: কিষাণ সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুবই সহজ সরল প্রকৃতির হন। তাঁরা বেশিরভাগ সময়েই মাঠে, জঙ্গলে ও নদীর ধারে থাকেন। তাই তাঁদের কোনো রোগ হলে চিকিৎসকের কাছে খুব সহজে যেতে পারেন না। তখন লোকবিশ্বাসে প্রচলিত জঙ্গলের বিভিন্ন গাছের পাতা সংগ্রহ করেন এবং সেই গুলিকে 'যাতা' দিয়ে পিষে ঔষধ তৈরি করেন। তারপর সেটিকে তাঁরা ব্যবহার করেন। এর ফলে সুস্থও হয়ে যান। এই লোকবিশ্বাস তাঁদের মধ্যে এখনো প্রায় দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ওঝা, ঝাড়-ফুঁক-এর মতো কুসংস্কার প্রথাও বিশেষভাবে পরিচলিত আছে।

কিষাণ জনজাতির লোকভাষা: আমাদের ভারতবর্ষ বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশ। আমরা জানি, পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেক জনজাতির নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। কিষাণ জনজাতিরও ঠিক সেই রকমই নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তাঁরা প্রধানত 'কিষাণ' (kisan) ভাষায় কথা বলেন যেটা তাঁদের কাছে 'কিসাণি' নামে পরিচিত। এটি মূলত দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের উত্তর দ্রাবিড় শাখার অন্তর্গত 'কুরুখ' (Kurukh) ভাষার একটি উপভাষা যা 'ওঁরাও' ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নিম্নে তাঁদের ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

১. সকাল বেলা — বিহান বেলা
২. বিকেল বেলা — ভাট্টিবেলা
৩. শ্রাবণ মাস — শাওন মাস
৪. ভাদ্র মাস — ভাদর মাস
৫. অগ্রহায়ণ মাস — আঘুন মাস
৬. পৌষ মাস — পুষ মাস
৭. ফাল্গুন মাস — ফাগুন মাস
৮. চৈত্র মাস — চৈত মাস
৯. উঠান — চব্বর
১০. আঙিনা — এগনে
১১. রাত্রি — র‍্যাত
১২. চার — চ্যার
১৩. ছেলে — ছরা

© Santiniketan Sahityapath

১৪. মেয়ে — ছুরি
১৫. স্ত্রী, স্বামী — মগে, ভাতার
১৬. কোদাল — তামনী
১৭. কোথায় — কুণ্ঠে
১৮. আমার — হামার
১৯. আমাদের — হামরাগোরে
২০. আমি — হামি
২১. আমরা — হামরা
২২. হ্যাঁ — আহা

কাউকে সম্ভাষণ করতে গেলে বলেন — "ওহে! কেমন আছিস হে?" এই ছোট্টো একটা বাক্যেই তাঁদের নিজস্ব সুর, নিজস্ব স্টাইল ধরা পড়ে।

মাদল ও লোকগান: তাঁদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো মাদল। বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক গান ও নাচের মাধ্যমে তাঁরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেন।

কিষাণ সম্প্রদায়ের জীবনচর্চা ও জীবনবোধের পরিচায়ক তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-বিচ্ছেদ, সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রতিফলক কিষাণ জাতির লোকসংস্কৃতি। জীবনের জটিল ক্রম প্রসারণেরও লোকসংস্কৃতি প্রবাহমান হয়ে আছে "কিষাণ জনজাতির" আত্মায় আত্মায়।

—

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath